

চিন্তাধারা সিরিজ- ২৬

**সামরিক বিভাগের কাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হয়!**

শাইখ কাসিম আর রীমী রহিমাহুল্লাহ

**অনুবাদ ও প্রকাশনা**

সামরিক বিভাগের কাজ ধাপে ধাপে হবে এবং একটি ধাপ অপরটির সাথে পরিপূরক হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ধাপে ধাপে কাজ এর অর্থ কী?

অর্থাৎ কাজের একটি ধাপ অতিক্রম করে আরেক ধাপ শুরু করা। এরপর আরেক ধাপ। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিয়ে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাবো। আপনি প্রথম দিন থেকেই যদি শত্রুকে পরাজিত করতে চান, তবে তা পারবেন না। প্রথম দিন থেকেই যদি আপনি দৌঁড়াতে চেষ্টা করেন, তাহলে পড়ে যাবেন। সামনে এগোতে পারবেন না।

আপনার কাছে এক টুকরো লৌহখণ্ড আছে। আপনি তা ভাঙ্গতে চাচ্ছেন। প্রথমে ডানে-বামে, বামে-ডানে আঘাত করবেন। এরপর আগুনে উত্তপ্ত করবেন। এক পর্যায়ে সেটা ভেঙ্গে যাবে। এভাবে প্রতিটি কাজের ধারাবাহিক ধাপ আছে।

একজন লোক আসলো আর আপনি তাকে বললেন: আসুন কাজে যোগ দিন। আর আপনি আশা করলেন যে, সে প্রথম দিন থেকেই কাজের নিয়ন্ত্রণ নিবে এবং বলবে অমুকের ওই জাতীয় কাজ বাদ দিন অথবা রাখুন।

প্রথম দিন থেকে সে নিজেকে উক্ত কাজের জন্য ওয়াকফ করে দিবে - না, এটা অসম্ভব, সে কখনোই এত অল্প সময়ে একটি কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না।

আরেকটা উদাহরণ দেখুন, ছাদে কীভাবে উঠা হয়? আপনার সামনে সিঁড়ি আছে। অনেকগুলো সিঁড়ি। ছাদে উঠতে আপনি কোত্থেকে শুরু করবেন? উপরের সিঁড়ি থেকে না নীচ থেকে?

অবশ্যই নীচের সিঁড়ি থেকে। এভাবেই হয়। মানুষ ধাপে ধাপে শিখে। একটি শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। স্বাভাবিকের চেয়ে খাবারের লোকমা বড় হলে আপনি শ্বাসরুদ্ধ হবেন।

তাই কার্যক্রম পরিমিত হতে হবে। কার্যক্রম হবে ধীরে-সুস্থে, ধাপে ধাপে। অর্থাৎ প্রথমজন, এরপর দ্বিতীয়জন, এরপর তৃতীয়জন আরোহণ করবে। এভাবেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। এই মূলনীতিটা আমাদের মস্তিষ্কে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

আপনি কোন কাজের দায়িত্ব নিলেন। যুবক শ্রেণী পুরোটাই নির্দিষ্ট একটি কাজে জড়ো হলে, মাসের পর মাস বসে থাকবে। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। কোন কাজও সম্পাদন করতে পারবে না। বস্তুত এটা প্রাকৃতিক নিয়মেরও বিপরীত। আশা করি আপনারা এটা ভালই বুঝতে পেরেছেন।

এজন্য বলি, কাজ হবে ধাপে ধাপে। এমনিভাবে সামরিক বিভাগের কাজও ধাপে ধাপে হবে। একটি অপরটির পূর্ণতা দানকারী। তাই, যে অস্ত্র ক্রয় করবে তার কর্তব্য হচ্ছে - প্রস্তুতি উপযোগী অস্ত্রই ক্রয় করা। এ স্তরে আমাদেরকে আমাদের কর্মযজ্ঞের উপযোগী প্রস্তুতিই নিতে হবে।

গোয়েন্দা ও মিডিয়া ব্যক্তি প্রস্তুত করতে হবে। এ অঙ্গনের উপযোগী কার্যক্রমকে তারা প্রচার প্রসার করবে। এটাই হচ্ছে পরিপূরকের ধারা। এভাবে সামরিক বিভাগের কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌঁছাবে এবং সেইসাথে অন্যান্য কর্মকাণ্ডও।

আমি একটি কাজ শুরু করলাম। হতে পারে আমার পর আপনি এটাতে পূর্ণতা দান করবেন। আমি চাইবো এই কাজের মাধ্যমে শত্রুকে তটস্থ করতে। হতে পারে আমি একটি দিক দেখবো। তাই বলে শত্রুকে তটস্থ করতে আমাকেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমি সেটা বলবো না। হতে পারে দ্বিতীয় কাজটির মাধ্যমেও শত্রুকে তটস্থ করা সম্ভব। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে পূর্ণতা দান করবে। কাজের ধারাবাহিকতাও হবে ধাপে ধাপে। আর এটাই পরিপূরক।